১৬/৪/২০০২

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃঃ ১ কলাম ২

বাম ছাত্রসংগঠনগুলো বিলুপ্তপ্রায়

রাশিদুল হাসান : দেশব্যাপী বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক কার্যক্রম এখন একবারেই ঝিমিয়ে পড়েছে। এক সময়ের প্রভাবশালী বাম ছাত্র রাজনীতি দারুণ অস্তিত্বের সংকটে। খোঁজ পাওয়া ১৩টি বাম ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বর্তমানে ৫টি সংগঠন কোনোভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিলুপ্তির পথে ৩টি ছাত্র সংগঠন এবং বাকি ৫টি ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম দেয়াল লিখন এবং কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, দলগুলোর নেতৃত্বে শূন্যতা, অভিভাবক দেশগুলো থেকে আর্থিক সাহায্য হ্রাস, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিপর্যয়, অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দল, রাজনীতিতে ছাত্রছাত্রীদের অনীহা, মূল দলগুলোর তাদের ছাত্র সংগঠনের প্রতি অনাগ্রহ, প্রধান দুই ছাত্র সংগঠনের দাপট প্রভৃতি কারণে বাম ছাত্র রাজনীতি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত এমন অনেকের রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল বাম ছাত্র সংগঠন থেকে। মতিয়া চৌধুরী, মাহমুদুর রহমান মান্না, আখতারুজ্জামান, আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া, আসাদুজ্জামান নূর এরকম অনেকেই রাজনীতি শুরু করেছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ কিংবা বাসদ ছাত্রলীগ থেকে। মেধাবী অনেক তরুণের একসময়ের প্রিয় ছাত্র সংগঠন ছিল প্রগতিশীল হিসেবে পরিচিত এসব বাম ছাত্র সংগঠন।

অতীতে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললেও তাদের সেই ক্ষুরধার আন্দোলন আর এখন দেখা যায় না।

ছাত্রদলের ক্যাডার রাজনীতি শুরু হওয়ার আগে ও পরে এবং ছাত্রলীগের কার্যক্রম তখন জোরালো না থাকায় এক সময় বাম ধারার ছাত্র সংগঠনগুলো স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক পরিচিত ছিল। বর্তমানে কোনো বাম ছাত্র সংগঠনেরই হলভিত্তিক কোনো কার্যক্রম নেই।

সংগঠনগুলোর রুটিন কাজ সাপ্তাহিক এবং মাসিক পাঠচক্র, ক্লাশ, গ্রুপ ডিসকাশন এখন কর্মীদের অভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে তারা জানায়, মূল রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতি অনাগ্রহ, রাজনৈতিক নেতাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ছাত্র নেতাদের সাংগঠনিক কাজে দুর্বলতা, ক্যারিশম্যাটিক এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃত্বের অভাব এবং বয়স্ক নেতা বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর আজকের দুরবস্থার জন্য অনেকটা দায়ী।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র মৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, জাসদ ছাত্রলীগ, বাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন, জাতীয় ছাত্রদল, ছাত্র ঐক্য ফোরাম, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি, বিপ্লবী ছাত্র জোট, বিপ্লবী ছাত্র সংঘ, ছাত্রমঞ্চ এবং জাতীয় ছাত্রধারা প্রভৃতি ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশে বাম ধারার রাজনীতি করছে বলে জানা যায়।

এদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্বই

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বাম ছাত্রসংগঠনগুলো বিলুপ্তপ্রায়

● প্রথম পাতার পর

কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ। অনেক সংগঠনকে 'ওয়ান ম্যান পার্টি'ও বলা যায়। কোনো কোনো সংগঠনের কাজকর্ম কেবল চিকামারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এসব সংগঠনের নেতাকর্মীদের কেউ কখনো দেখেছে বলে জানা যায়নি। কয়েকটি দল আছে যাদের কর্মকাণ্ড কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ। সাংগঠনিক জেলাগুলোতে এদের কোনো কমিটি নেই। তবে কোনো বাম ছাত্র সংগঠনেরই সকল সাংগঠনিক জেলায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই। কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের মিছিলে ১০/১৫ জনের অধিক লোক দেখা যায় না। অনধিক ৫ জনের পার্টির অস্তিত্বও নেহাত কম নয়। কাজকর্ম না থাকায় অনেকে নেতাকেই দেখা যায় প্রেস্টর অফিসে বসে ফোনালাপ করতে। সংগঠনের পরিবর্তে ব্যবসা এবং সাংসারিক কাজকর্মেই ব্যস্ত থাকেন অনেকেই।

বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের অবস্থান অন্যদের তুলনায় ভালো। জানা যায়, সিপিবির এই ছাত্র অঙ্গ সংগঠন থেকে মোস্তফিজুল ইসলাম বাবুল এবং নাসিরুদ্দোজা নেতৃত্ব থেকে বিদায় নেওয়ার পর ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বের সংকট শুরু হয়েছে। আসলাম খান এবং হাসান হাফিজুর রহমান সোহেলের পর তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের জনপ্রিয়তা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। জানা যায়, ছাত্র ইউনিয়নের ঢা.বি শাখার পরিপূর্ণ কমিটি নাই। আগে হলে হলে কমিটি থাকলেও বর্তমানে ২/১টি ছাড়া কোনো হলেই কমিটি নেই।

ছাত্র রাজনীতিতে জাসদ ছাত্রলীগ এক সময় প্রভাব বিস্তার করলেও বর্তমানে দলটির সাংগঠনিক কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে 'চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক দলটির তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাকর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নন বলে জানা যায়। বিশেষ করে সাধারণ সম্পাদক একজন অছাত্র, ব্যবসায়ী এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমে অদক্ষ বিধায় তাকে দলের কর্মীরা মেনে নিতে পারছে না। জানা যায়, দলের দপ্তর সম্পাদক হচ্ছেন দলের সভাপতির সহপাঠীর ছেলে। দলের বর্তমান সভাপতি অবৈধ ব্যবসা করেন বলে জানা যায়।

নাজমুল হক প্রধান এবং শফি আহমেদের মধ্যকার গ্রুপিঙের ফলে শফি আহমদকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলে দলটি দুর্বল হয়ে পড়ে। কাইয়ুম-চুন্নু এবং চুন্নু-করিম-শিকদার নেতৃত্বের সময় থেকে জাসদ ছাত্রলীগের বাকি কার্যক্রমও দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৯৭ সালে আ স ম আব্দুর রব এবং হাসানুল হক ইনু সমর্থিত ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপ একত্রিত হলেও বর্তমানে কমিটিকে ঘিরে আবার দুটি গ্রুপ বিভক্ত হয়ে পড়ে। মূল দলের নেতাদের ছাত্র সংগঠনের প্রতি অনাগ্রহ দলটিকে দুর্বল করে দিয়েছে। বর্তমানে ঢা.বি শাখায় দলটির পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই। কয়েকটি হলে কমিটি থাকলেও তা কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ সাংগঠনিক জেলায় কমিটি না থাকায় জেলাগুলোতে কার্যক্রম প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি বিতর্কিত হওয়ায় নেতারা জেলা কমিটিতে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছেন না এবং কার্যক্রম চালাতে পারছে না।

আ ফ ম মাহবুবুল হক সমর্থিত বাসদ ছাত্রলীগ সংগঠনটি এখন অবলুপ্ত বলে জানা যায়। এদের কোনো কার্যক্রম এখন আর দেখা যায় না। তবে দলের প্রেসিডেন্টকে মাঝে মধ্যে মধুর কেন্টিনে দেখা যায়। মাহমুদুর রহমান মান্না এবং আখতারুজ্জামানদের হাতেখড়ি হয়েছিল এই বাম ছাত্র সংগঠন থেকেই।

ওয়ার্কার্স পার্টির ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী। '৯০-এর দশকে ঢা.বি এবং রা.বি তে এদের ব্যাপক কার্যক্রম থাকলেও বর্তমানে মধুর কেন্টিনে হাতে গোনা কয়েকজন নেতাকর্মী দেখা যায়। জেলাগুলোতে এদের তেমন কোনো কার্যক্রম নেই। '৯৬-'৯৭ তে নেতৃত্বের সংকটের কারণে একই কমিটিকে পর পর দুবার বহাল রাখা হয়েছে। কোনো স্থানেই এদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই। দলের বর্তমান সভাপতি দীপঙ্কর সাহা দীপু এ প্রসঙ্গে আলাপকালে জানান, 'দলের কার্যক্রম স্থবির আমি সেটা বলবো না, দলের কাজকর্মে গতি কমেছে এটা ঠিক।' তিনি আরো জানান, 'ঢা.বির ২/১টি ছাড়া কোনো হলেই তাদের কমিটি নেই এবং কমিটি থাকা হলগুলোতেও কোনো কর্মকাণ্ড হয় না।'

অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী ভেঙে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী গঠিত হলেও দেয়ালে চিকামারা ছাড়া এদের কোনো কার্যক্রম দেখা যায় না। হায়দার আকবর খান রনোর যশোর অঞ্চলে তাদের কিছু কার্যক্রম আছে বলে জানা যায়।

বাসদ খালেকুজ্জামানের ছাত্র সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট বর্তমানে নেতৃত্ব সংকটে রয়েছে। গত ৩ বছর ধরে সংগঠনের সভাপতি হিসেবে নুরুল ইসলাম কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে চলমান রাজনীতিতে এটি একটি রেকর্ড। ঢা.বি শাখার ছাত্রফ্রন্টের সভাপতির পদটি বর্তমানে শূন্য।

দলটিকে বর্তমানে ভ্যানগার্ড, অর্থের বিনিময়ে দলের লিফলেট বিক্রি করা ছাড়া অন্য কাজে তেমন দেখা যায় না।

বদরুদ্দীন ওমর এবং আনু মুহাম্মদের মধ্যকার তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া অপেক্ষাকৃত ছোট দল বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন এখন আরো ছোট দলে পরিণত হয়েছে। বিভাজনের পরে এদের কার্যক্রম শিথিল হয়ে পড়েছে। কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই এদের কার্যক্রম সীমিত। তবে ছাত্র ফেডারেশনের বিভক্ত একাংশের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ জানান, 'রাজশাহী, খুলনা এবং চট্টগ্রামের বিভাগীয় শহরগুলোতেও তার অল্পবিস্তর কার্যক্রম চলে।'

ছাত্র ফেডারেশনের কোনো অংশেরই সাংগঠনিক জেলাগুলোতে পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই। ঢা.বিতেও এদের পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই। আহ্বায়ক কমিটি কাজ করছে। এদের মিছিলে লোক সংখ্যা খুবই নগণ্য।

অনেকগুলো বাম ছাত্র সংগঠন রয়েছে যাদের কাগজে-কলমে কমিটি রয়েছে। এদের কোনো কার্যক্রম ক্যাম্পাসে দেখা যায় না। ২/১ জন নিয়েই তাদের পার্টি। এসব সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় ছাত্রধারা, ছাত্রমঞ্চ, বিপ্লবী ছাত্র সংঘ, ছাত্র ঐক্য ফোরাম, জাতীয় ছাত্রদল, বিপ্লবী ছাত্র জোট। এদের মধ্যে বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি, ছাত্রমঞ্চ, বিপ্লবী ছাত্র জোট, বিপ্লবী ছাত্র সংঘ বিলুপ্তির পথে। অবশিষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রকাশ্যে কোনো কার্যক্রম দেখা না গেলেও মাঝে মধ্যে দেয়ালের চিকায় এদের নাম দেখা যায়।

বর্তমানে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলনসহ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আন্দোলন ইস্যুতে দলগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে টাকা পেয়ে আন্দোলন বন্ধ করেছেন। তবে ছাত্র সংগঠনের নেতারা এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।